331767 - ‘সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্’ বলে সালামের জবাব দেয়া

প্রশ্ন

মসজিদে ‘ওয়া লাইকুমুস সালাম’ বলার পরিবর্তে ‘সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্’ বলা বিস্তার লাভ করছে। এভাবে সালামের জবাব দেয়া কি জায়েয? এভাবে সালামের জবাব দিলে কি বিশেষ সওয়াব পাব? আশা করি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন। কারণ এটি এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমি সঠিক কথাটি বলে তাদেরকে ঠেকাতে পারছি না; যাতে করে তারা সঠিকটা করতে পারে।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

‘সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্’ বলে সালামের জবাব দিলে আদায় হয়ে যাবে। যদিও উত্তম হচ্ছে পরিপূর্ণ ভাষায় সালামের জবাবটি দেয়া; যেভাবে বিস্তারিত জবাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

বিস্তারিত উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক: কোন মুসলিমের জন্য সালামের উত্তর সমমানের ভাষায় কিংবা এর চেয়ে উত্তম ভাষায় পেশ করা মুস্তাহাব

যাকে সালাম দেয়া হল শরিয়ত তাকে অনুরূপ ভাষায় কিংবা এর চেয়ে উত্তম ভাষায় জবাব দেয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: ‘আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাবে কিংবা সেটা দিয়ে জবাব দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।’[সূরা নিসা, আয়াত: ৮৬]

ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন:

‘আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন জানানো হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাবে কিংবা সেটা দিয়ে জবাব দিবে।’’ এ আয়াতের ব্যাপারে দুটো অভিমত রয়েছে:

১। তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ বৈশিষ্টগতভাবে। যেমন কেউ যদি আপনার জন্য দীর্ঘায়ুর দোয়া করে আপনি বলুন: ‘সালামুন আলাইকুম’। কেননা এটি ওটার চেয়ে উত্তম। যেহেতু এটি মানব সমাজের ও ইসলামী শরিয়তের রীতি।

২। যদি কউে আপনাকে বলে: ‘সালামুন আলাইকা’ আপনি তাকে বলুন: ‘ওয়া লাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’।[আহকামুল কুরআন (৪৬৪-৪৬৫) থকেে সমাপ্ত]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে:

“আল্লাহ্‌র বাণী: আর যখন তোমাদরেকে অভবিাদন জানানো হয় তখন তোমেরা তার চয়েে উত্তম অভবিাদন জানাবে কংিবা সটো দয়িে জবাব দবি।ে অর্থাৎ যদি কোন মুসলমি সালাম দয়ে তাহলে তার সালামরে জবাবে সে যভোবে সালাম দয়িছে এর চয়েে উত্তমভাবে সালাম দাও কংিবা সে যভোবে জবাব দয়িছে তদ্রূপভাবে জবাব দাও। অতরিক্তি দয়িে জবাব দয়ো মুস্তাহাব। আর সমানভাবে জবাব দয়ো ফরয।”[তাফসরিে ইবনে কাছরি (২/৩৬৮) থকেে সমাপ্ত]

দুই: সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌ বলে সালামরে জবাব দয়োর হুকুম

প্রশ্নকারী যে দশেরে কথা উল্লখে করছেনে সে দশেরে ও অন্যান্য দশেরে সাধারণ মানুষ সালামরে জবাবে ‘ওয়া লাইকুমুস সালাম’ না বলে “সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌” বলে উত্তর দয়োটা প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তরি চয়েে অনুত্তমভাবে উত্তর দয়ো। কনেনা প্রথমে সালামদানকারী নর্দিষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহার করে السلام (আস্‌-সালামু) বলছেলিনে; আর তনিি তার থকেে কময়িে سلام (সালামুন) বলছেনে এবং তনিি عليكم (আলাইকুম) শব্দটওি বাদ দয়িছেনে। অথচ উচতি ছলি তার জবাবে ‘ওয়া আলাইকুম’ কথাটি থাকা। যহেতেু কোন মতভদে ছাড়া এভাবে উত্তর দয়োই উত্তম।

তবে উত্তরদাতা যদি কবেল এ কথাটি বলে উত্তর দয়ে কংিবা এটি কোন এক দশেে ব্যাপকতা পয়েে থাকে: তাহলে সঠকি মতানুযায়ী এভাবে জবাব দলিওে চলবে এবং জবাব দয়ো হয়নি বলে গণ্য হবে না। যদওি সালামদানকারীর চয়েে উত্তমভাবে উত্তর দয়োর ফযলিতটি তার ছুটে যায়।

একাধকি আলমে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লখে করছেনে যে, (السلام শব্দটরি সাথে ال যোগ করে) السلام (আস্‌-সালামু) বলা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়।

ইবনু মুফলহি (রহঃ) ‘আল-আদাব আশ্‌-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে (১/৩৯৯) বলনে:

“উত্তরদাতার সালাম (শব্দটি) মারফিা হওয়া (ال যুক্ত করে السلام বলা)। ছড়াকার (মূল গ্রন্থাকার) এ মাসয়ালায় এটাকে মূল হসিবেে উল্লখে করছেনে। যা প্রমাণ করে যে, শব্দটি মারফিা হওয়াটা মুস্তাহাব। এ বষিয়টি পরস্কিার।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) পরস্কিারভাবে বলছেনে:

“প্রথমে সালামদানকারী যদি বলে: ‘সালামুন আলাইকুম’ কংিবা বলে ‘আস্‌-সালামু আলাইকুম’ তাহলে উত্তরদাতা উভয়ক্ষত্রেে

বলতে পারেন: ‘সালামুন আলাইকুম’। এবং তিনি ‘আস্-সালামু আলাইকুম’-ও বলতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: **قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ** (তারা বলল: ‘সালামান’। তিনি বললেন: ‘সালামুন’।) আমাদের মাযহাবের ইমাম আবুল হাসান আল-ওয়াহিদি বলছেন: ‘সালাম’ শব্দটিকে মারফা (আলিফ-লাম যুক্ত করে ‘আস্-সালামু’ বলা) হিসেবে কিংবা নাকিরা (আলিফ-লাম বিহীন ‘সালামুন’) হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন। আমি বলব: কিন্তু আলিফ-লাফ যুক্ত করে (আস্-সালামু) বলাটা উত্তম।”[আল-আযকার (পৃষ্ঠা-২১৯) থেকে সমাপ্ত এবং অনুরূপ কথা ‘শারহুল মুহায্যাব’ (৪/৫৯৭)-এ ও রয়েছে]

আরও জানতে দেখুন ইবনু আল্লানের ‘আল-ফুতুহাত আর্-রাব্বানিয়া’ (৫/২৯৪-২৯৫)।

সারকথা:

প্রশ্নে উল্লেখিত ভাষায় সালামের জবাব দিলে আদায় হয়ে যাবে। যদিও উত্তম হচ্ছে পরিপূর্ণ ভাষায় সালামের জবাব দেয়া; যেভাবে উপরে বিস্তারিত জবাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।